بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ نَحۡمَدُہٗ وَنُصَلِّیۡ عَلٰی رَسُوۡلِہِ الۡکَرِیۡمِ وَعَلٰی عَبۡدِہِ الۡمَسِیۡحِ الۡمَوۡعُوۡد

খুতবা জুম'আ

অতএব খিলাফতের যে প্রতিশ্রুতি রয়েছে, তার কল্যাণ থেকে সঠিক অর্থে কল্যাণ লাভ করতে হলে কেবল নিজের ইবাদতের সুরক্ষা করাই আবশ্যক নয়, বরং জাগতিক কামনাবাসনার শিরক থেকেও মুক্ত থাকা আবশ্যক আর যুগ-খলীফার পরিপূর্ণ আনুগত্য করাও আবশ্যক, অন্যথায় নাফরমান তথা অবাধ্যদের অন্তর্ভুক্ত হবে।

সৈয়্যদনা হযরত আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক মসজিদ মুবারক, ইসলামাবাদ, টিলফোর্ড (ইউ.কে.) হতে প্রদত্ত ২৪ মে ২০১৯-এর খোতবা জুম্মার সংক্ষিপ্তসার

তাশাহহুদ, তাঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আইঃ) কুরআন করীমের নিম্নোক্ত আয়াত তেলাওয়াত করেন।

إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ○ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ ○ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ أَمَرْتَهُمْ لَيَخْرُجُنَّ ۖ قُلْ لَا تُقْسِمُوا ۖ طَاعَةٌ مَعْرُوفَةٌ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ○ قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ ۖ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ ۖ وَإِنْ تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا ۚ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ ○ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۖ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا ۚ يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا ۚ وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ○ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ○ لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ ۚ وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ ۖ وَلَبِئْسَ الْمَصِيرُ ○ (سورۃ النور:52 تا 58)

এই আয়াতগুলো যা আমি তিলাওয়াত করেছি তা সূরা নূরের আয়াত আর আয়াতে 'ইস্তেখলাফ', অর্থাৎ সেই আয়াত, যাতে আল্লাহ্তা'লা মু'মিনদের মাঝে খেলাফতের ধারাবাহিকতা বজায় রাখার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, এই আয়াতের পূর্বের ও পরের আয়াতগুলোতে আল্লাহ্তা'লা এবং তাঁর রসূলের আনুগত্য এবং বিভিন্ন আদেশ পালনের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। এটি যদি হয়, তবেই আল্লাহ্তা'লা খিলাফতরূপী পুরস্কার প্রদানের প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করবেন, ভয়-ভীতির অবস্থাকে শান্তি ও নিরাপত্তায় বদলে দিবেন আর শত্রুদেরকে তাদের ঘৃণ্য পরিণতির সম্মুখীন করবেন।

এই আয়াতগুলোর অনুবাদ হলো ঃ **"নিশ্চয় মু'মিনদের উত্তর এটাই, যখন তাদের মাঝে মিমাংসা করে দেয়ার জন্য তাদেরকে আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের দিকে আহ্বান করা হয়, তারা বলে আমরা শুনলাম এবং আনুগত্য করলাম। বস্তুত এরাই হবে সফলকাম। আর যারা আল্লাহ্ এবং তাঁর রসূলের আনুগত্য করে এবং আল্লাহকে ভয় করে ও তাঁর তাকওয়া অবলম্বন করে তারাই কৃতকার্য হয়। আর তারা আল্লাহ্র দৃঢ় কসম খায় যে, যদি তুমি তাদেরকে আদেশ কর তাহলে তারা অবশ্যই ঘর থেকে বেরিয়ে পড়বে। তুমি বল, তোমরা কসম খেয়ো না, (তোমাদের পক্ষ থেকে কেবল) যথোচিত আনুগত্য হওয়া চাই। তোমরা যা কিছু কর সেই সম্বন্ধে নিশ্চয় আল্লাহ্ সবিশেষ অবহিত। তুমি বল, তোমরা আল্লাহ্র আনুগত্য কর এবং তাঁর রসূলের আনুগত্য কর। অতঃপর যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয় তাহলে এই রসূলের ওপর কেবল ততটুকু (দায়িত্ব বর্তাবে) যা তার উপর ন্যস্ত করা হয়েছে এবং যে দায়িত্ব তোমাদের ওপর ন্যস্ত করা হয়েছে এর জন্য তোমরা দায়ী হবে। আর তোমরা যদি তাঁর আনুগত্য কর তাহলে তোমরা সঠিক পথে পরিচালিত হবে। আর সুস্পষ্টভাবে বাণী পৌঁছানোই কেবল রসূলের দায়িত্ব। তোমাদের মাঝে যারা ঈমান আনে এবং সৎকাজ করে আল্লাহ্ তাদের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, তিনি অবশ্যই পৃথিবীতে তাদের খলীফা বানাবেন, যেভাবে তিনি তাদের পূর্ববর্তীদের খলীফা বানিয়েছিলেন। আর অবশ্যই তিনি তাদের জন্য তাদের ধর্মকে সুপ্রতিষ্ঠিত করে দিবেন যা তিনি তাদের জন্য পছন্দ করেছেন এবং তাদের ভয়ভীতির অবস্থার পর অবশ্যই তিনি তা নিরাপত্তায় বদলে দিবেন। তারা আমার ইবাদত করবে এবং আমার সাথে কোন কিছুকে শরীক করবে না। আর এরপরও যারা অকৃতজ্ঞতা করবে তারাই দুস্কৃতকারী আখ্যায়িত হবে। আর তোমরা নামায কায়েম কর, যাকাত দাও এবং এ রসূলের আনুগত্য কর যেন তোমাদের প্রতি কৃপা করা যায়। (হে সম্বোধিত ব্যক্তি) যারা অস্বীকার করেছে তারা পৃথিবীতে (আমাদের) ব্যর্থ করে দিতে পারবে বলে তুমি কখনো মনে কর না। আর তাদের ঠাঁই হলো অগ্নি এবং তা অবশ্যই মন্দ প্রত্যাবর্তনস্থল।"**

অতএব প্রতিটি কথা সুস্পষ্টভাবে আল্লাহ্তা'লা বলে দিয়েছেন যে, তোমরা যদি হাজারো বার দাবি কর যে, তোমরা মু'মিন, ঈমান আনয়নকারী, কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত প্রত্যেক পরীক্ষা এবং বিপদাপদে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত থেকে আল্লাহ্তা'লা এবং তাঁর রসূলের আদেশ-নিষেধের ওপর স্বতস্ফূর্তভাবে পরিপূর্ণ বিশ্বাসের

সাথে আমল না করবে ততক্ষণ সফলতা অর্জিত হতে পারে না। সুতরাং প্রকৃত সফলতা ও কৃতকার্যতা লাভের জন্য আল্লাহ্‌তা'লা এবং তাঁর রসূলের পরিপূর্ণ আনুগত্য আবশ্যক।

আমরা যদি বিশ্লেষণ করি, তাহলে অধিকাংশ ক্ষেত্রে এটিই সামনে আসবে যে, আনুগত্যের সেই মার্গ আমরা অর্জন করিনি যা প্রয়োজন ছিল। আল্লাহ্‌তা'লা এবং তাঁর রসূলের আনুগত্যের আদেশ যে এতবার এ আয়াতগুলোতে এসেছে তা মূলত খিলাফতের ধারা অব্যাহত রাখার প্রতিশ্রুতির ধারাবাহিকতায় এসেছে যেন আল্লাহ্‌তা'লা এ কথা বলছেন যে, খিলাফত ব্যবস্থাপনাও আল্লাহ্‌তা'লা এবং তাঁর রসূলের আদেশ-নিষেধ এবং নেযামের একটি অংশ। অতএব, খিলাফতের আনুগত্য করাও তোমাদের জন্য আবশ্যকীয়। এটি আল্লাহ্‌তা'লার আদেশ-নিষেধের একটি। মহানবী (সাঃ) আরো বলেছেন, যে আমার নিযুক্ত আমীরের আনুগত্য করে সে আমার আনুগত্য করে। আর যে আমার আনুগত্য করলো, সে খোদাতা'লার আনুগত্য করলো। একইভাবে আমার আমীরের অবাধ্যতা মূলত আমারই অবাধ্যতা আর আমার অবাধ্যতা করা খোদাতা'লার অবাধ্যতার নামান্তর। তাই যুগ খলীফার আনুগত্য তো সাধারণ আমীরদের চাইতেও অনেক বেশি গুরুত্ব রাখে। আন্তরিক স্বতঃস্ফূর্ততার সাথে পরিপূর্ণ আনুগত্যের দৃষ্টান্ত আমরা সাহাবীদের (রাঃ) জীবনে কীভাবে প্রত্যক্ষ করি তার একটি দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করছিঃ

এক যুদ্ধে সেনাপতির দায়িত্ব হযরত খালিদ বিন ওয়ালীদ (রাঃ) এর ওপর ন্যস্ত করা হয় কিন্তু হযরত উমর (রাঃ) কোন কারণে তাকে সরিয়ে দেন আর একান্ত যুদ্ধ চলাকালে তাকে পরিবর্তন করা হয়। যাহোক, এই পরিস্থিতিতে যুগ খলীফার নির্দেশ আসে যে, এখন সেনাপতির দায়িত্ব পালন করবেন হযরত আবু উবায়দা (রাঃ), তার কাছে যেন দায়িত্ব হস্তান্তর করা হয়। তখন হযরত আবু উবায়দা (রাঃ) এটি ভেবে তার কাছ থেকে দায়িত্ব বুঝে নেন নি যে, হযরত খালিদ বিন ওয়ালীদ (রাঃ) খুবই সুচারুরূপে নেতৃত্ব দিচ্ছেন। কিন্তু হযরত খালিদ বিন ওয়ালীদ (রাঃ) বলেন, আপনি তাৎক্ষণিকভাবে আমার কাছ থেকে দায়িত্ব বুঝে নিন কেননা এটি যুগ-খলীফার নির্দেশ এবং আমি কোন ধরনের অভিযোগ-অনুযোগ ছাড়াই বা মনে কোন ধরনের ধারণার স্থান না দিয়ে পূর্ণ আনুগত্যের সাথে আপনার অধীনে আপনি যেভাবে বলবেন কাজ করবো। অতএব, এটি হলো আনুগত্যের পরাকাষ্ঠা যা একজন মু'মিনের মাঝে থাকা উচিত।

হুজুর আনোয়ার (আইঃ) বলেন, সম্প্রতি আমি অবগত হয়েছি, কোন কোন প্রেসিডেন্ট বা সদর এমন আছেন যারা (নতুন নীতিমালা অনুযায়ী) জুন মাসে নিজেদের মেয়াদকাল শেষ হওয়ার পূর্বেই এই মনোবৃত্তি নিয়ে কাজ করা ছেড়ে দিয়েছেন যে, এখন আমরা আর কেন কাজ করবো? তারা কি শুধু স্থায়ীভাবে কর্মকর্তা থাকার জন্যই কাজ করতো? প্রথমত এমন চিন্তাধারা ধর্মীয় কাজে খেয়ানতের নামান্তর। দ্বিতীয়ত এটি বিদ্রোহাত্মক মানসিকতা এবং নিজেদেরকে খিলাফতের আনুগত্যের গণ্ডির বাহিরে বের করে দেয়ার নামান্তর। যেহেতু এখন যুগ-খলীফা এই নীতিমালাকে অনুমোদন করেছেন যে, সদর বা প্রেসিডেন্টের মেয়াদকাল ছয় বছর হবে তাই আমরাও এখন পুরো মন দিয়ে কাজ করবো না। অতএব এমন লোকদের তাকওয়া অবলম্বন করা উচিত এবং খোদাকে ভয় করা উচিত। মহানবী (সাঃ) একবার এই বিষয়কে সামনে রেখে বয়আত গ্রহণ করেছিলেন যে, তোমরা শুনবে এবং আনুগত্য করবে তা মনঃপূত হোক বা না হোক। এরপর তিনি (সাঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌তা'লার আনুগত্য থেকে বেরিয়ে যায় সে আল্লাহ্‌তা'লার সাথে কিয়ামতের দিন এমন অবস্থায় সাক্ষাৎ করবে যে, তার কাছে কোন যুক্তিও থাকবে না আর কোন ওযর আপত্তিও থাকবে না। আর যে ব্যক্তি যুগ ইমামের হাতে বয়আত না করে মৃত্যুবরণ করেছে সে অজ্ঞতা এবং ভ্রষ্টতায় মৃত্যু বরণ করেছে। সুতরাং আমরা সৌভাগ্যবান কেননা আমরা যুগ-ইমামের হাতে বয়আত করেছি এবং এমন অজ্ঞদের অন্তর্ভুক্ত হই নি যারা যুগ-ইমামের অস্বীকারকারী। কিন্তু মানার পরও আমাদের আমল বা কর্ম যদি অজ্ঞতাপূর্ণ থেকে যায় তাহলে কার্যত এটি নিজেকে এই বয়আতের শৃঙ্খল থেকে বাইরে বের করে দেয়ার নামান্তর হবে। আর আল্লাহ্‌তা'লা এবং তাঁর রসূলের আনুগত্যের গণ্ডি থেকেও বেরিয়ে যাওয়া হবে।

অতএব বয়আত করার পর নিজেদের চিন্তাধারার প্রবাহ সঠিক দিকে রাখা এবং পূর্ণ আনুগত্যের দৃষ্টান্ত স্থাপন করা একান্ত আবশ্যক। হযরত মসীহ্ মওউদ (আঃ) বলেন, বিশুদ্ধচিত্তে প্রত্যেক নির্দেশের আনুগত্য কর যেন খোদাতা'লা সন্তুষ্ট হন এবং শত্রুও যেন অবগত হয় যে, বয়আত করার পর সে আর আগের মতো নেই। মামলা-মোকদ্দমায় সত্য সাক্ষ্য প্রদান কর। এই জামা'তে প্রবেশকারীদের উচিত, পূর্ণ দৃঢ়চিত্ততা ও সর্বান্তঃকরণে সততা অবলম্বন করা।

এরপর আল্লাহতা'লা বলেন, এরা বড় কসম খায় যে, যদি তুমি নির্দেশ দাও তাহলে আমরা এই করবো সেই করবো, কিন্তু যখন তুমি তাদেরকে নির্দেশ দাও তখন তারা তা মেনে চলে না। এজন্যই আল্লাহ্‌তা'লা বলেছেন, তোমরা এত বেশি কসম খেয়ো না এবং বড় বড় প্রতিশ্রুতি দিও না। যদি 'মা'রুফ' আনুগত্য করো অর্থাৎ এমন আনুগত্য যাকে সর্বসাধারণ্যে আনুগত্য বলে মনে করা হয়, তাহলে আমরা বুঝবো, তুমি নির্দেশ মান্য করেছ, অন্যথায় কেবল মৌখিক দাবিই রয়ে যাবে। আর আল্লাহ্‌তা'লা তোমাদের কর্ম সম্পর্কে সবিশেষ অবহিত এবং তোমাদের মনের অবস্থাও তিনি জানেন। অতএব, সাধারণ আনুগত্য হলো, আল্লাহ্‌তা'লার অধিকার আদায় কর, তাঁর ইবাদতও সুচারুরূপে কর। রমজানের এ দিনগুলোতে যে মনোযোগ নিবদ্ধ হয়েছে এটিকে ধরে রাখ এবং প্রতিষ্ঠিত রাখ। আল্লাহ্‌তা'লার নির্দেশের ওপর আমল করে তাঁর বান্দার অধিকারও প্রদান কর এবং যেমনটি হযরত মসীহ্ মওউদ (আঃ) বলেছেন

আর যা আমি এখনই বর্ণনা করেছি, সব ধরনের নৈরাজ্য থেকে দূরে থাক, সব ধরনের অপকর্ম ও ঝগড়া-বিবাদ থেকে আত্মরক্ষা কর। নিজের চরিত্র উন্নত কর, এমন উন্নত চরিত্র যার মাধ্যমে আহমদী এবং অ-আহমদীর মাঝে পার্থক্য স্পষ্টভাবে পরিলক্ষিত হয়। সর্বদা সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাক। মোটকথা, সব ধরনের পুণ্যকর্ম করা আবশ্যক আর এটিই মা'রুফ আনুগত্য, আল্লাহ্‌তা'লা এরই নির্দেশ দিয়েছেন। মহানবী (সাঃ) এ বিষয়েরই আদেশ দিয়েছেন। আর হযরত মসীহ্ মওউদ (আঃ)ও জামা'তের সদস্যদের কাছে এ আকাঙ্ক্ষাই ব্যক্ত করেছেন এবং এ নির্দেশই দিয়েছেন। আহমদীয়া খিলাফতও এসব কাজ করার দিকে মনোযোগ আকর্ষণ করে থাকে। বিগত ১১১ বছর ধরে খিলাফতের পক্ষ থেকে এ দিকেই মনোযোগ আকর্ষণ করা হচ্ছে। তাই সর্বদা এ বিষয়টি দৃষ্টিপটে রাখা আবশ্যক যে, খিলাফতের পক্ষ থেকেও আল্লাহ্ ও তাঁর রসূল (সাঃ) এর আনুগত্যে শরীয়ত ও সুন্নত অনুযায়ী আদেশ দেয়া হয়ে থাকে আর দেয়া হতে থাকবে। আল্লাহ্‌তা'লা বলে দিয়েছেন, যদি আনুগত্য কর, তাহলে হেদায়েত লাভ করবে, এছাড়া মুক্তির কোন পথ নেই।

অতএব খিলাফতের যে প্রতিশ্রুতি রয়েছে, তার কল্যাণ থেকে সঠিক অর্থে কল্যাণ লাভ করতে হলে কেবল নিজের ইবাদতের সুরক্ষা করাই আবশ্যক নয়, বরং জাগতিক কামনাবাসনার শিরক থেকেও মুক্ত থাকা আবশ্যক আর যুগ-খলীফার পরিপূর্ণ আনুগত্য করাও আবশ্যক, অন্যথায় নাফরমান তথা অবাধ্যদের অন্তর্ভুক্ত হবে। আর যেভাবে হযরত মসীহ্ মওউদ (আঃ) বলেছেন যে, প্রকৃত অর্থে তারা বয়আত থেকে বেরিয়ে যাবে। অতএব আল্লাহ্‌তা'লার অনুগ্রহকে আকৃষ্ট করার জন্য নিজেদের অবস্থার সংশোধনের প্রয়োজন রয়েছে। আর আল্লাহ্‌তা'লার অনুগ্রহ যখন স্বীয় রহমানিয়্যত ও রহিমিয়্যতের চাদরে আমাদেরকে আবৃত করবে তখন শত্রুদের সকল ষড়যন্ত্র তাদের মুখেই ছুড়ে মারা হবে, তারা নিকৃষ্টতম পরিণতির সম্মুখীন হবে, ইনশাআল্লাহ্।

হুজুর আনোয়ার (আইঃ) বলেন, এখন আমি হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রাঃ) এর উদ্ধৃতির আলোকে কিছু কথা বলব যা তিনি বিভিন্ন সময় বলেছেন অর্থাৎ হযরত মসীহ্ মওউদ (আঃ) এর মৃত্যুর পর জামা'তকে কীভাবে এমন অবস্থার সম্মুখীন হতে হয়েছে যা সবাইকে অস্থির করে তুলছিল আর পরে খিলাফত কীভাবে সেখানে স্বস্তির সুবাতাস বয়ে এনেছে।

মহানবী (সাঃ) এর তিরোধানের সময় মুসলমানদের যে অবস্থা ছিল সে অবস্থার কথা উল্লেখ করতে গিয়ে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রাঃ) বলেন, হযরত মসীহ্ মওউদ (আঃ) এর তিরোধানের সময় আমাদেরও একই অবস্থা ছিল। তিনি (রাঃ) বলেন, হযরত মসীহ্ মওউদ (আঃ) এর মৃত্যুকালেও জামা'তের লোকদের মানসিক অবস্থা ঠিক তেমনই ছিল যেমনটি মহানবী (সাঃ) এর সময় সাহাবীদের ছিল। যেমন আমরা সবাই এটিই মনে করতাম যে, হযরত মসীহ্ মওউদ (আঃ) এখনো মৃত্যুবরণ করতে পারেন না। যার ফলে কখনো এক মিনিটের জন্যেও আমাদের হৃদয়ে এ ধারণা জাগেনি যে, হযরত মসীহ্ মওউদ (আঃ) এর মৃত্যুর পর কী হবে? যেহেতু আমাদের অবস্থা এমন ছিল যে, আমরা মনে করতাম হযরত মসীহ্ মওউদ (আঃ) আমাদের সামনে মৃত্যুবরণ করতেই পারেন না তাই বাস্তবে যখন তাঁর মৃত্যু ঘটে যায় তখন আমাদের জন্য বিশ্বাস করা কঠিন ছিল যে, তিনি মারা গেছেন। তাই তিনি (রাঃ) লিখেন, হযরত মসীহ্ মওউদ (আঃ) এর পবিত্র লাশ কাদিয়ানে নিয়ে এসে বাগানের একটি ঘরে রেখে দেয়া হয়। তিনি বলেন, ৮টা বা ৯টা বাজে যখন তাঁর (আঃ) পবিত্র লাশ কাদিয়ানে পৌঁছে। তখন খাজা কামাল উদ্দীন সাহেব বাগানে আসেন আর আমাকে পৃথক জায়গায় নিয়ে গিয়ে বলেন, মিয়া সাহেব! আপনি কি কিছু চিন্তা করেছেন যে, হযরত মসীহ্ মওউদ (আঃ) এর মৃত্যুর পর কী হবে? আমি বলি, কিছু তো হওয়া উচিত, কিন্তু কী হবে সে সম্পর্কে আমি কিছুই বলতে পারছি না। তিনি বলেন, আমার মতে আমাদের সবার হযরত মৌলভী সাহেব, অর্থাৎ হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রাঃ) এর হাতে বয়আত করে নেয়া উচিত। তিনি (রাঃ) বলেন, পড়াশোনা থাকা সত্ত্বেও তখন বয়সের দিক থেকে জ্ঞানের পরিধি কিছুটা কম থাকায় আমি বলি, হযরত মসীহ্ মওউদ (আঃ) তো কোথাও একথা লিখেন নি যে, তাঁর পর অন্য কারো হাতে বয়আত করতে হবে, তাই হযরত মেক্সলভী সাহেবের হাতে আমরা কেন বয়আত করব? তিনি লিখেন, যদিও আল্-ওসীয়্যত পুস্তকে একথার উল্লেখ ছিল কিন্তু তখন আমার চিন্তা সেদিকে যায়-ই নি।

এরপর তিনি (রাঃ) লিখেন, খাজা সাহেব বলেন যে, মৌলভী মোহাম্মদ আলী সাহেবেরও একই মত ছিল। তিনিও বলেন, জামা'তের সবার মৌলভী সাহেবের হাতে বয়আত করা উচিত। তিনি (রাঃ) বলেন, অবশেষে জামা'তের সবাই সর্বসম্মতভাবে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রাঃ) এর সমীপে নিবেদন করে যে, আপনি মানুষের বয়আত নিন। তখন সবাই বাগানে সমবেত হয় আর হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রাঃ) একটি বক্তৃতা করেন এবং বলেন, আমার ইমাম সাজার কোন বাসনা নেই। আমি চাই অন্য কারো হাতে বয়আত করা হোক। কিন্তু আমরা সবাই ঐক্যবদ্ধভাবে নিবেদন করি যে, খিলাফতের মসনদে বসার যোগ্য একমাত্র আপনিই। অতএব সবা ই তাঁর কাছে বয়আত করে। বরং কোন কোনরেওয়ায়েত অনুযায়ী খাজা সাহেব এই ঘোষণাপত্রও ছাপিয়েছিলেন যে, আল্-ওসীয়্যত পুস্তক অনুযায়ী আমাদের একজন অবশ্য অনুসরণীয় খলীফা নির্বাচন করা উচিত এবং এর জন্য তিনি হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রাঃ) এর নাম উপস্থাপন করেছিলেন। তারা হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রাঃ) এর হাতে বয়আত করলেও তাদের হৃদয়ে খিলাফতের আনুগত্যের যে সত্যিকার প্রেরণা থাকা উচিত তা ছিল

না, বরং তাদের হৃদয়ের চিত্র ছিল ভিন্ন। এজন্যই তারা এই অপকৌশলএবং চিন্তায় মগ্ন থাকতো যে, কীভাবে আঞ্জুমানকে খিলাফতের ওপর অগ্রগণ্য করা যায়, যেন আঞ্জুমানের মাধ্যমে পুরো কর্তৃত্ব কুক্ষিগত করতে পারে, এটিও ছিল এই নেত্রীস্থানীয়দের বাসনা। তাদের এই বাসনার উল্লেখ করতে গিয়ে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রাঃ) বলেন,

তখন তার অর্থাৎ হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রাঃ) এর হাতে বয়াতের পর পনের বা বিশ দিনই অতিবাহিত হয়ে থাকবে; একদিন মৌলভী মুহাম্মদ আলী সাহেব আমার সাথে সাক্ষাৎ করেন আর বলেন, মিয়া সাহেব! আপনি কি কখনো এ কথা চিন্তা করে দেখেছেন যে, আমাদের জামা'তের ব্যবস্থাপনা কীভাবে পরিচালিত হবে? আমি বললাম, এখন আর এতে প্রণিধানের কী আছে? আমরা তো ইতোমধ্যে হযরত মৌলভী সাহেবের কাছে বয়আত করে নিয়েছি। তিনি বলেন, এটি তো হলো পীরী-মুরীদির বিষয়, প্রশ্ন হলো এই জামা'তের ব্যবস্থাপনা কীভাবে পরিচালিত হবে। আমি বললাম, আমার কাছে তো এখন এই কথা প্রণিধানেরই যোগ্য নয়। কেননা যখন আমরা এক ব্যক্তির কাছে বয়আত করেছি তখন তিনিই এটি ভালো বুঝবেন যে, জামা'তের ব্যবস্থাপনা কীভাবে পরিচালনা করা উচিত। আমাদের তাতে নাক গলানোর কী প্রয়োজন? এতে তিনি নিশ্চুপ হয়ে গেলেও বলতে থাকেন যে, এই বিষয়টি প্রণিধানের যোগ্য, আমি আশ্বস্ত হতে পারলাম না। অ তএব এটি থেকে তাদের হৃদয়ের চিত্র কী তা বুঝা যায়; হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রাঃ) এর হাতে বয়আতও কোন স্বার্থসিদ্ধির জন্য করা হয়েছিল, আন্তরিকভাবে তা করা হয় নি। তাই তাদের হৃদয়ের স্বস্তি ও শান্তি বজায় থাকে নি। খিলাফত এবং বয়আতের সাথে নিরাপত্তার অবস্থা সৃষ্টি করার আল্লাহ্তা'লার যে প্রতিশ্রুতি রয়েছে, তা তাদের মাঝে সৃষ্টি হয় নি। তারা এতায়াত বা পূর্ণ আনুগত্যের গণ্ডিভুক্ত থাকতে চায় নি। আর এই ঐশী জামা'তকেও জাগতিক ব্যবস্থাপনার মতো পরিচালনা করতে চাচ্ছিল। আর তারা এর ফলাফলও দেখেছে যে, এখন তারা নামেমাত্র কয়েকজন বা গুটি কতক রয়ে গেছে, বা কোন স্থানে কয়েকশত হবে হয়ত। আর প্রকৃত অর্থে বলা উচিত যে, তাদের সাথে এখন কেবল গুটি কতক সদস্যই তাদের বানানো এই ব্যবস্থাপনার অনুসারী হিসেবে রয়ে গেছে। অথচ এর বিপরীতে খিলাফতের ছত্রছায়ায় জামা'ত রয়েছে তা আল্লাহ্তা'লার কৃপায় এখন পৃথিবীর ২১২ টি দেশে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

যাহোক, আল্লাহ্তা'লা খিলাফতের সাথে সম্পৃক্ত জামা'তকে উন্নতি দিচ্ছেন, বিশ্বজুড়ে জামা'ত বিস্তার লাভ করছেআর দূরদূরান্তের দেশগুলোতে বসেও লোকেরা খিলাফতের সাথে বিশ্বস্ততার সম্পর্ক রক্ষা করে চলেছে আর একে দৃঢ় থেকে দৃঢ়তর করে চলছে। খিলাফত ও জামা'তের সাথে সম্পৃক্তদের আল্লাহ্তা'লা পথনির্দেশনাও দেন আর এই খিলাফতের দিকে নিয়েও আসেন।

গত খুতবায়, যা এখানে মসজিদ উদ্বোধনের খুতবা ছিল, একটি কথা উল্লেখ করতে আমি ভুলে গিয়েছিলাম। এই মসজিদের যখন ভিত্তি রাখা হয়েছিল,তখন সফরের কারণে, আমি সম্ভবত কানাডা সফরে ছিলাম, তারা যে তারিখ নির্ধারণ করে তা আমার সফরে যাওয়ার পরের তারিখ ছিল। যাহোক তারা আমাকে দিয়ে ইটে দোয়া করিয়ে নিয়েছিল, আর ১০ই অক্টোবর ২০১৬ সনে দোয়ার সাথে এই মসজিদের ভিত্তি রেখেছিলেন শ্রদ্ধেয় মরহুম ওসমান চিনি সাহেব। আর এই মসজিদের ভিত্তি রাখার সাথেই এই পুরো প্রজেক্টের নির্মাণ কাজও আরম্ভ হয়েছিল। কাজেই এই মসজিদের ভিত্তি রেখেছেন শ্রদ্ধেয় ওসমান চিনি সাহেব। উনি (ভিত্তি) রেখেছেন আর এভাবে আমরা বলতে পারি যে, আল্লাহ্র কৃপায় চীনা জাতিরও এতে অংশ রয়েছে আর এজন্য আমাদের দোয়া করা উচিত, আল্লাহ্তা'লা আমাদেরকে যেন চীনেও দ্রুত ইসলামকে প্রসারের তৌফিক দান করেন। শ্রদ্ধেয় ওসমান চিনি সাহেবের গভীর আকাঙ্ক্ষা ছিল আর সর্বদা এই চিন্তায় থাকতেন যেন কোনভাবে চীনে আহমদীয়াত এবং ইসলামের সত্যিকার বাণী পৌঁছে যায়। আমাদের যেখানে তার পদমর্যাদা উন্নীত হওয়ার জন্য দোয়া করা উচিত সেখানে চীনেও এবং বিশ্বের সকল দেশে আহমদীয়াত তথা সত্যিকার ইসলামের বিস্তারের জন্য অনেক দোয়া দোয়া করা উচিত, আল্লাহ্তা'লা (আমাদেরকে) এর তৌফিক দান করুন। (আমীন)

BOOK POST
PRINTED MATTER

To

Bangla Khulasa Khutba Jumma
Huzoor Anwar (ATBA)
24 May 2019

www.mta.tv
www.alislam.org
www.ahmadiyyabangla.org

From : Ahmadiyya Muslim Mission, Nalhati, Piranpara, Birbhum, 731243, W.B